৩. লাল নীল

পড়ুয়ারা গল্পটি পড়ে নিজের ভাষায় বলতে পারবে। এই রচনাটি পড়ে তারা মূল বিষয়টি বুঝে নিয়ে, সেটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং নিজের বক্তব্য বলতে পারবে।

এটা রূপকথার গল্প। রূপকথা বা উপকথা হল—রাজপুত্র-রাজকন্যা, পক্ষীরাজ ঘোড়া, জিয়নকাঠি মরণকাঠি, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, রাক্ষস-খোক্কস, রাজপুরী—এইসব নিয়ে দারুণ জমাটি গল্প। সত্যি সত্যি কিন্তু এ-সব কিছু নেই। তবে গল্পে যে-সব ঘটনা ঘটে তার মধ্যে অনেক সত্যি কথা লুকিয়ে থাকে। যেমন, এই গল্পেই দেখ না, এক হাত লম্বা বামন বুড়ো, ফুলপরি—এরা সত্যি সত্যি নেই বটে। কিন্তু এরা যে-সব কাজ করে-গাছপালা পোকামাকড়ের যত্ন নেওয়া, ছবি আঁকা কি বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো, দুষ্টুমি করে কাউকে ভয় দেখানো—এগুলো তো আর মিথ্যে নয়!

গল্পটি শুরু করার আগে পড়ুয়াদের বলুন যে, ভালো ব্যবহার সবসময়ে কাম্য। আমরা যেন সবার সাথে সেরকম ব্যবহার করি যেরকম আমরা নিজেরা অন্যের কাছ থেকে আশা করি। অন্যকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পাওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই।

গভীর বনে যেখানে মানুষ যায় না, সেখানে একহাত লম্বা বামন বুড়োরা থাকে। তারা ছোটো গাছগাছালির যত্ন করে, ফুলের গাছে জল দেয়, পোকা ফড়িংদের খবরদারি করে, প্রজাপতি পোষে। তারা সবাই ভালোমানুষ। তবে কেউ কেউ একটু কুঁড়ে। কেউ একটু রগড় করতে ভালোবাসে।

লাল বুড়ো ছিল এইরকম। সে লাল পোশাক পরত, একটা লাল থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াত। নীল বুড়ো নীল পোশাক পরত। সে ছিল খুব সাহসী। লাল বুড়ো তাকে ভালোবাসত না।

বামন-বুড়োদের আর একটা কাজ ছিল—ফুলের রং দিয়ে, রঙিন নুড়ি পাথরের গুঁড়ো দিয়ে, গাছের গায়ে ছবি আঁকা। টুনটুনি পাখির পালক দিয়ে তুলি বানাত তারা।

ফুলপরিরা ছোট্ট ছোট্ট পরি। তাদের আর বামন বুড়োদের ভিতরে বন্ধুতা। জ্যোৎস্নারাতে পরিরা নেমে আসে পৃথিবীতে, ঘাসের উপর নাচে। তখন ঘাসের ফড়িংগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ভয় লাগিয়ে দেয়

Scanned with CamScanner

পরিদের। তাই বামন বুড়োরা সন্ধ্যার আগে, ফড়িংগুলোকে ধরে ধরে থলির ভিতর পুরে রাখে সকাল হলে ছেড়ে দেয়।

এক রাতে বামন বুড়োরা পরিদের ডাকল, বনে এসে খাওয়াদাওয়া করতে। ভারী ভোজের আয়োজন চলছে। নীল বুড়ো সকাল থেকে কাজে লেগেছে। ছোটো ছোটো পাতার বাটিতে ফুলের মধু, ফুলের রস এনে জড়ো করেছে। লাল বুড়ো ফাঁকি দিয়ে বসেছে কোথায় লুকিয়ে।

সারারাত সবাই মিলে খুব নাচগান খাওয়াদাওয়া করল। তারপর পরিদের যাবার সময় হল। জোনাকি পোকারা বাতি ধরল পথ দেখাতে। যেতে যেতে হঠাৎ পরিরা সবাই ভয় পেয়ে 'ওরে মা রে! ওরা কারা রে?' বলে চেঁচামেচি করে উঠল। তাদের সামনে সাদা সাদা ভূতের মতো কী যেন সব দাঁড়িয়ে আছে—গোল গোল চোখ বের করে তাকিয়ে দেখছে, কেউ বা বড়ো বড়ো দাঁত মেলে হাসছে।

'কী হল? কী হল?' বলে বামন বুড়োরা ছুটে এল। নীল বুড়োর সাহস বেশি। সে সকলের আগে এগিয়ে গেল। দ্যাখে—কতগুলো মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা! সেইসব ছাতার উপরে কালো আর লাল রং দিয়ে চোখ মুখ আঁকা। তাদেরই ভূতের মতো লাগছে দেখতে, জোনাকির মিটমিটে আলোতে।

বামন বুড়োরা রাগারাগি করছে, 'কার এমন কাজ? অতিথিদের অপমান কে করেছে?' নীল বুড়ো নীচু হয়ে দেখতে পেল, একটা ব্যাঙের ছাতার নীচে একটা লাল থলি পড়ে আছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না কার এ-কাজ। পরিরা তাড়াতাড়ি চলে গেল বাড়ি।

এরপরে একদিন, পরির দেশ থেকে চিঠি এল—বামন বুড়োরা সেখানে খেতে আর আমোদ করতে যাবে। সব বামন বুড়োর নামে আলাদা আলাদা চিঠি এল। নীল বুড়োর নামেও এল। লাল বুড়োর নামে এল না। সে একলা একলা বসে এত কাঁদল যে, তার চোখ-দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে গেল।

সুখলতা রাও

Scanned with CamScanner